প্রথম আলো

তারিখ 14 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল

পরীক্ষার ফলে সেরা দুর্নীতিতেও শীর্ষে

মোশতাক আহমেদ ●

ফলের দিক থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তিকে ঘিরে আর্থিক লুটপাটের প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করে অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলছে, কেবল স্কুল শাখার ভর্তির আবেদন ফরম বিক্রি করে মোট আয় হয়েছে এক কোটি ১৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৮৩ লাখ টাকা শিক্ষক-কর্মচারীরা সম্মানী ভাতার নামে ভাগ করে নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ব্যয় হয়েছে সাত লাখ টাকার কিছু বেশি। বাকি ২৩ লাখ টাকা বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের 'নীতিমালা' অনুযায়ী, ভর্তির আবেদন ফরমের দাম সর্বোচ্চ ১০০ টাকা নেওয়ার কথা। কিন্তু আইডিয়াল স্কুলে প্রতিটি ফরমের মূল্য নেওয়া হয়েছে ৬০০ টাকা। এবার স্কুলের সব শাখায় বিভিন্ন শ্রেণীতে আবেদন ফরম বিক্রি হয় ১৮ হাজার ৯১০টি। নীতিমালা অনুযায়ী ফরম বিক্রি করলে আদায় হতো ১৮ লাখ ৯১ হাজার টাকা। প্রতিবেদনে বলা হয়, নীতিমালা অনুযায়ী ফরম বিক্রি করলেও ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের (প্রায় সাড়ে লাখ টাকা) পর আরও ১১ লাখ টাকা সম্মানী নিতে পারতেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

ভর্তি ফরমের টাকা ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালা জারি করে। আর পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি ফরমের ২০ শতাংশ টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে রেখে বাকি টাকা ভর্তিসংক্রান্ত কাজ ও সম্মানী ভাতা বাবদ খরচ করা হয়েছে।'

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

পরীক্ষার ফলে সেরা, দুর্নীতিতেও শীর্ষে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্মানী ভাতা দুই কোটি ৩৬ লাখ টাকা: চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও গত অর্থবছরে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা, নির্বাচনী, এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা বাবদ সম্মানী ভাতা নেওয়া হয়। এর বাইরে নৈমিত্তিক ছুটি ভাতা, শ্রেণীশিক্ষক হিসেবে সম্মানী ভাতা পেয়েছেন শিক্ষকেরা। সব মিলিয়ে শিক্ষকেরা সম্মানী হিসেবে নিয়েছেন দুই কোটি ৩৬ লাখ টাকা। এই সম্মানী বা পারিশ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম হওয়ার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষকের আয়কর স্কুল তহবিল থেকে: এই প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষক আছেন ৪৬৩ জন। নিরীক্ষা বলছে, আয়কর ব্যক্তির দেওয়ার কথা। কিন্তু ২০১১-১২ করবর্ষে ৫৮ জন শিক্ষকের তিন লাখ ৯৫ হাজার ৫৩২ টাকা আয়কর দিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিধিবহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে আয়কর দেওয়া হয়েছে, এই টাকা ফেরতযোগ্য।

ভর্তিতে অতিরিক্ত আদায় ছয় কোটি ২৯ লাখ টাকা: চলতি শিক্ষাবর্ষে এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় তিন হাজার। এর মধ্যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি উপেক্ষা করে এক হাজার ৫৫০ জন শিক্ষার্থী অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে। জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থী ভর্তির কথা থাকলেও মার্চ মাসে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ভর্তিতে এই প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত আদায় করেছে দুই কোটি ২৯ লাখ টাকা। এ ছাড়া ডোনেশনের মাধ্যমে ১৬৩ জনের কাছ থেকে তিন কোটি ৯৯ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, চলতি শিক্ষাবর্ষে ছয় কোটি ২৯ লাখ টাকা নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বাবদ অতিরিক্ত আদায় করা হয়েছে।

কেনাকাটায় অস্বচ্ছতা: প্রতিষ্ঠানের তিনটি শাখায় ২০১১-১২ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত মোট আয় হয়েছে ৪১ কোটি টাকা। আর ব্যয় হয়েছে ১৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। উদ্বৃত্ত আছে ২২ কোটি টাকা। আয়-ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার জন্য দুটি কমিটি থাকলেও নিরীক্ষাসংক্রান্ত কোনো কার্যকলাপ নেই। প্রতিষ্ঠানে ক্রয় কমিটি ছিল না। মেরামত ও সংস্কারকাজও কমিটির মাধ্যমে হয়নি। তা ছাড়া কেনাকাটায় নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাট দেওয়া হয় না।

এসব বিষয়ে শাহান আরা বেগম বলেন, আগে কম লোক নিয়ে অস্থায়ী (অ্যাডহক) কমিটি থাকায় ক্রয় কমিটি করা সম্ভব হয়নি। গত জুলাই মাসে ১৪ জনের পরিচালনা কমিটি হওয়ার পর ক্রয় কমিটি করা হয়েছে। শিক্ষকদের আয়কর প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ার বিষয়ে অধ্যক্ষ যুক্তি দেন, পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিআইএর পরিচালক রায়দুলাল রায় *প্রথম আলোকে* বলেন, ১০ অক্টোবর প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।